আজ প্রতিদিন বারোপাতার

রবিবারের প্রতিদিন

... ২৭-০৫২৮/৪৯০৪/২২৫-৩৭০৭/২৬-২৪১৬/২৪১৮ ■ ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২২৫-১৫৩৬ ■ ১৯ বৈশাখ রবিবার ১৪০৫ ■ ৩ মে ১৯৯৮ ■ ...

কাসকা : বিজ্ঞান কলেজকে সাহায্য করতে প্রাক্তনদের সংস্থা

আমেরিকার চিঠি

পূরবী চক্রবর্তী ● ওয়াশিংটন

ছাত্রজীবন মানুষের সমগ্র জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। যে শিক্ষায়তনে পরিণত ছাত্রজীবন কাটে তার প্রতি একটা মমতা জন্ম নেয়। সেই মমত্ববোধের কারণেই পরবর্তী জীবনে অনেক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাক্তন ছাত্র সংসদ গড়ে তোলে। সর্বত্রই এটা দেখা যায়, বিশেষত কৃতী ছাত্রদের ক্ষেত্রে।

বাঙালি অভিবাসীদের বিদেশে আসার কারণ যাই হোক তারা প্রত্যেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন স্বদেশের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্কের মমতা। মনের মধ্যে থাকে ফেলে আসা জীবনের জন্য একটা বিষণ্ণতাবোধ। বর্তমান অভিবাসীদের অনেকে ছাত্র হয়ে এসে পড়াশোনা করলেও আমেরিকার শিক্ষায়তনের সঙ্গে তারা কোন আত্মিক যোগ বোধ করেননি। ফেলে আসা দেশের শিক্ষায়তনের জন্যই মনের মধ্যে একটা ভাবনা দিন দিন করে রয়েছে।

প্রবাস জীবনের প্রাথমিক স্তরে অস্তিত্বের যুদ্ধে মানুষের এত বেশি সময় চলে যায় যে মানুষ নিজের বৃত্তের বাইরে কোন গঠনমূলক কাজ করতে পারে না। পরবর্তীকালে আত্মপ্রতিষ্ঠার পর নতুন কিছু করার এবং গড়ে তোলার অনন্য প্রেরণা সেই নতুন পথে এগিয়ে চলার এবং প্রাপ্ত কিছু পুরনো ঋণ শোধ করবার। অর্থ যে প্রতিষ্ঠায় তাঁরা পৌঁছেছেন তাতে নিজ দেশের শিক্ষায়তনের মূল্য অপরিসীম। মনের মধ্যে অতীত জাগে প্রাপ্ত ঋণ শোধ করবার। এ যেন এক দায়বদ্ধতা।

এই দায়বদ্ধতা থেকেই জন্ম হয়েছে 'ওয়াশিংটন বিজ্ঞান কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সংসদ'-এর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের বহু কৃতী ছাত্র আমেরিকায় বিভিন্ন পেশায় উচ্চ প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান কলেজের প্রতি ঋণ তাদের চেতনায়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমষ্টি হয় না। তাই সমষ্টিগতভাবে কিছু করার জন্য ডাক পড়ল বিভিন্ন প্রাক্তন বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র যারা আমেরিকায় আজ অভিবাসী। আত্মতাগিদ এ সমষ্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অভিজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ তারক ভড়। ডঃ ভড় এর ছাত্রজীবন কেটেছে বিজ্ঞান কলেজে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যয়নে।

সংঘবদ্ধ করার কাজে ডঃ ভড়-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্রদের একত্রিত করা। প্রথমেই যে সাড়া পাওয়া গেল তা অভাবনীয়। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে প্রথম বাৎসরিক সম্মেলনে মিলিত হওয়ার পর সংসদ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ঠিক করা হল পুরনো শিক্ষায়তনকে সাহায্য করতে। কিন্তু ক্ষমতা তখন খুবই সীমিত।

সি ইউ এস সি এ এ বা সংক্ষেপে কাসকা, সংসদ এর পক্ষ থেকে প্রথমেই ঠিক করা হল ফেলে আসা কলেজকে কিছু সাহায্য করা হবে। প্রথম কর্মপন্থা গ্রহণ করেই তাঁরা থেমে থাকেননি। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে যে দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে চলেছেন তা সার্থক করতে হলে অর্থনৈতিক তহবিল-এর পরিমাণ বাড়াতে হবে। সকলে মিলে সমান উৎসাহে আরও নতুন সভ্য জোগাড় করার চেষ্টা করতে থাকেন। সভ্য হওয়ার জন্য একটা বাৎসরিক চাঁদাও ধার্য করা হয়। আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যের বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও চলেছে।

কাসকা গঠিত হওয়ার পর বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন বিভাগ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তেই থাকে। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যিনি যখন কলকাতা গিয়েছেন তখনই তাঁরা নিজেদের বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অভ্র এন বসু এবং মনোবিদ্যা বিভাগের ডঃ কে মণ্ডল যখন ওয়াশিংটনে আসেন তখন ডঃ তারক ভড় তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংসদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য ডঃ বসু প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্যমকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার ছাড়াও ই-মেল-এর সাহায্যে বেশি যোগাযোগ করা হচ্ছে। বিজ্ঞান কলেজের বর্তমান ছাত্ররাও ই-মেল-এর সাহায্যে আমেরিকার প্রাক্তন ছাত্র সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। সংসদের ই-মেল-এর ঠিকানা http://w.w.w. C.P.C. web.com/CUSC AA.ht ML

সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই যোগাযোগের চেষ্টা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু বই, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ওই জাতীয় আরও সাহায্য পাঠানো হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এবং কম্পিউটার সেন্টার এর ডিরেক্টর প্রশংসা করে চিঠিও পাঠিয়েছেন। ডাকযোগেও বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও প্রয়োজনীয় পত্রপত্রিকা পাঠানো ইত্যাদি সাহায্য সংসদের সাধ্য অনুসারে করা এবং অর্থাদি দিয়েও সাহায্য করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড, পুরস্কার ইত্যাদি জাতীয় অন্য অর্থনৈতিক সাহায্য করার পরিকল্পনা সংসদের আছে। অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়াও আন্তর্জাতিক ছাত্র বিনিময়, চাকরির সুযোগ-সুবিধা এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে ইন্টার্নশিপ-এর যাবতীয় খবরাখবর সরবরাহ করার চেষ্টা চলছে।

সাহায্য করার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য সভ্যরা বছরে একবার তো মিলিত হবেনই, তাছাড়া প্রয়োজনমত মাঝেমাঝেই সভ্যরা মিলিত হবেন। কিন্তু বাৎসরিক মিলন যেন বিষণ্ণ না হয় তার জন্য থাকে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা। গল্পগুজব খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে সপরিবারে সবাই একাত্মবোধ করেন অন্তত কিছু সময়ের জন্য।

কাসকা বা বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের সাহায্য করার সাধ্য এখনও সীমিত। তহবিল বাড়াবার জন্য আরও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয়ে পুরনো এবং নতুন অভিবাসীদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্দেশ্য। সভ্যদের ঐকান্তিক আগ্রহ, অবিচল নিষ্ঠা এবং যৌথ উদ্যোগেই যে তাদের প্রয়াস সার্থক হবে—এমনই আশা ও আস্থা রয়েছে সভ্যদের মনে। সফলতার চূড়ান্তে পৌঁছেও প্রাক্তন ঋণ-এর দায়ভার কাঁধে নিয়েছেন সকলে-যদিও তাঁরা সকলে জানেন এ ঋণ কখনও শোধ হয় না।